গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.bcsadminacademy.gov.bd

৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদ: ২৭ অক্টোবর ২০১৯-২৬ এপ্রিল ২০২০)

প্রাথমিক নির্দেশাবলি

১.০ একাডেমি পরিচিতি :

ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর ঐ বছরের অক্টোবর মাস থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। এ একাডেমি প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে (বিস্তারিত তথ্যের জন্য একাডেমির ওয়েবসাইট দেখুনঃ (www.bcsadminacademy.gov.bd) ।

একাডেমির প্রতিষ্ঠান প্রধান 'রেক্টর'। বর্তমানে এ পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব কাজী রওশন আক্তার। রেক্টরের অব্যবহিত পরের পদ মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ (এমডিএস) এর দুইটি পদ রয়েছে। বর্তমানে একটি পদ শূণ্য রয়েছে আর একটি পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন। একাডেমিতে ছয়জন পরিচালক পদে দায়িত্বে আছেন (১) জনাব সালেহ আহমদ মোজাফফর (যুগ্মসচিব), (২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (যুগ্মসচিব), (৩) জনাব মোহাম্মদ খালেদ রহীম (যুগ্মসচিব), (৪) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর (যুগ্মসচিব), (৫) ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (যুগ্মসচিব) ও (৬) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (যুগ্মসচিব)। এ'ছাড়া একাডেমিতে ছয়টি উপ-পরিচালক (উপসচিব) ও (সিনিয়র সহকারী সচিব), একটি প্রোগ্রামার (সিনিয়র সহকারী সচিব), ছয়টি সহকারী পরিচালক (সহকারী সচিব), একটি মেডিক্যাল অফিসার, একটি সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরিয়ান এবং একটি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ রয়েছে।

২.০ কোর্স প্রশাসন :

৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে একাডেমির পরিচালক ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া, ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (সেকশন-১) কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে একাডেমির উপপরিচালক জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস ও সহকারী কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে একাডেমির সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মিনহাজুর রহমান দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যদিকে, ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (সেকশন-২) কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে থাকবেন একাডেমির উপপরিচালক জনাব মু. ইকলামুল ইসলাম ও সহকারী কোর্স সমন্বয়ক হিসাবে একাডেমির সহকারী পরিচালক জনাব সালমা পারভীন দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.০ রিপোর্টিং :

ছয় মাস মেয়াদি ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মনোনীত সকল প্রশিক্ষণার্থীকে আগামী ০২৬/১০/২০১৯ তারিখ বিকেল ৩.০০ টা হতে ৫.০০ টা মধ্যে একাডেমির নতুন ভবনের নীচতলার লবিতে নিবন্ধনের জন্য উপস্থিত হতে হবে। এ সময় নিবন্ধন ফরম পুরণপূর্বক আট কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি কোর্স সমন্বয়কের নিকট জমা দিতে হবে। এ সময় প্রয়োজনীয়দের ডরমিটরির কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হবে।

৪.০ প্রশিক্ষণ ভাতা, জামানত ও বেতন :

কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য একাডেমিতে আসা এবং কোর্স শেষে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার ব্যয় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বহন করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত ব্যয় নির্বাহের পর সরকারি বিধি অনুযায়ী স্ব স্ব কর্মস্থল থেকে ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মস্থল থেকে অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা উত্তোলন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণকালে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ৬০০/-(ছয়শত) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পাবেন। এ অর্থ প্রাত্যহিক খাবার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বিধি মোতাবেক খরচ করা হবে। যেহেতু কোর্সের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠ-সংযুক্তিসহ একাধিক শিক্ষাসফরে গমনের প্রয়োজন হবে, সে জন্য এ বাবদ খরচ করার জন্য তারা পর্যাপ্ত

পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখবেন। একই সাথে ছয় মাসের বেতন বিলে স্বাক্ষর করে কর্মস্থলে জমা দিয়ে আসবেন এবং কর্তৃপক্ষের সংগে এমন ব্যবস্থা করে আসবেন যাতে প্রশিক্ষণকালে ডাকযোগে বা বিশেষ বাহক মারফত বেতন ভাতাদি আবশ্যক হলে একাডেমিতে অবস্থানকালীন পেতে পারেন। বেতন ভাতা সংগ্রহ করার জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালে কোন ছুটি দেয়া হয় না। প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৭,৫০০/-(সাত হাজার পাঁচশত) টাকা জামানত প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে শর্ত সাপেক্ষে এ অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

৫.০ ডরমিটরিতে অবস্থান:

৫.১ আলোচ্য কোর্স সম্পূর্ণভাবে আবাসিক। কাজেই প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আবশ্যিকভাবে ডরমিটরিতে অবস্থান করতে হবে। এ সময়ে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীর কোন অতিথি (বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী/স্ত্রীসহ) ডরমিটরিতে প্রশিক্ষণার্থীর কক্ষে যেতে পারবেন না বা অবস্থান করতে পারবেন না। প্রয়োজনে অতিথিরা বিকাল ৫.৩০ মিনিট হতে রাত ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত অভ্যর্থনা কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে দেখা করতে পারবেন। পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার স্বার্থে একাডেমিতে অতিথিদের অনাবশ্যক আগমন নিরুৎসাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, কোন প্রশিক্ষণার্থীর শিশু সন্তান থাকলে (তিন বছর বয়স পর্যন্ত) সঙ্গে নিয়ে আসা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে আগে থেকে কোর্স প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।

৫.২ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ চলাকালে কোন ছুটি দেয়া হয় না। কেবল জরুরি প্রয়োজনে কোর্স প্রশাসন-এর অনুমোদনক্রমে স্বল্প সময়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীরা একাডেমির বাইরে যেতে পারবেন। প্রশিক্ষণার্থীরা সপ্তাহান্তে একাডেমি ত্যাগ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে, পূর্বেই নির্ধারিত ফরমে তাকে অবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এ ছাড়া, অধিবেশন শেষে একডেমির বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেইন গেটে রক্ষিত রেজিস্টারে প্রশিক্ষণার্থীর নাম, কক্ষ নম্বর, বাইরে যাওয়া ও ফিরে আসার সময় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৩ একাডেমিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কাজেই ডরমিটরিতে বিছানাপত্র, জামা কাপড়, জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখা, কাগজের টুকরো, টিস্যু ইত্যাদি যেখানে সেখানে নিক্ষেপ, থুথু/পানের পিক ফেলা, উচ্চসরে কথা বলা কিংবা হট্টগোল করা, স্পিকারে জোরে গান বাজানো, রুমমেট বা মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উত্ত্যক্ত করা বা অশোভন কথাবার্তা বলা, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যবহার করা, একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অশোভন আচরণ, ডাইনিং হলে ওয়েটারদের সাথে রূঢ় আচরণ ইত্যাদি অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৬.০ পরিধেয় :

৬.১ পোশাক-পরিচ্ছদ সুরুচি এবং কর্মকর্তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক বিধায় একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের পোশাকের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীরা ক্লাসরুমে ফুল স্লিভ শার্ট/ফর্মাল প্যান্ট এবং টাই পরবেন। মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা শাড়ি পরিধান করবেন। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মার্জিত পোশাক পরিধান বাঞ্চনীয়।

৬.২ একাডেমিতে একাধিক অনুষ্ঠানে যেমন : উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান, মেস/অতিথি রজনী এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হয়। এ সময় পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের স্যুট এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শাড়ি পরিধান বাধ্যতামূলক।

৬.৩ প্রাত্যহিক শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সময় পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীরা সাদা ট্র্যাক স্যুট, সাদা টি-শার্ট (কলারযুক্ত), সাদা ট্রাউজার ও সাদা স্পোর্টস স্যু এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা সাদা সালোয়ার-কামিজ, ওড়না ও সাদা স্পোর্টস স্যু পরবেন। কোর্স শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণার্থীগণ শরীরচর্চার পোশাকের ব্যব হা করবেন। শরীরচর্চার পোশাক বা আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে ক্লাশরুম, ডাইনিং বা লাইব্রেরিতে যাওয়া নিষেধ। উল্লেখ্য, একাডেমিতে নিয়মমাফিক পোষাক পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণার্থীর সার্বিক মূল্যায়নেরও অনুর্ভূক্ত।

৭.০ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা :

প্রশিক্ষণ চলাকালে একাডেমির ডাইনিং হলে যৌথ মেস ব্যবস্থাপনায় সকালের নাস্তা দুপুর ও রাতের খাবার এবং বিকালের নাস্তা আয়োজন করা হয়। খাবার খরচ প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা থেকে বহন করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা গঠিত মেস কমিটির উপর মেসের যাবতীয় কাজ পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে। প্রত্যেক মাসে পৃথক মেস কমিটি দায়িত্ব পালন করবে ।